কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 28 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ১ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈন্যদশা

শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ নিশ্চিত করুন

কিছুদিন আগে ৯৫ বছরে পা দেয় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা-গবেষণায়, আন্দোলন-সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘপথ পাড়ি দিলেও তার অগ্রগতি হতাশাব্যঞ্জক। কালের কণ্ঠের ছয় পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ছাত্ররাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, অচল ডাকসু, আবাসন সংকট, নিরাপত্তাহীনতা, শিথিল প্রশাসনসহ নানা প্রতিকূলতায় প্রতিষ্ঠানটির স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অপচয় ঘটছে মেধাবী শিক্ষার্থীদের অমিত সম্ভাবনার।

বিশ্বকে তথা জ্ঞানবিশ্বকে ধারণ করে শিক্ষাদান ও শিক্ষার প্রসার ঘটাবে—'বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণ তো এ লক্ষ্যেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ সময় দায়িত্বটি সুচারুরূপে পালনও করেছে। তবে কালের পরিক্রমায় সে পরিস্থিতি বদলেছে। শিক্ষা ও আবাসনের সুষ্ঠু পরিবেশ নেই, ছাত্র-শিক্ষক সৌহার্দ্য নেই, পাঠে ও পাঠদানে মনোযোগ নেই, বিদ্যাচর্চার চেয়ে বিদ্যাজীবিতার রাজনীতি বড় হয়ে উঠেছে।

প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ, সংস্কৃতিচর্চার যে ধারায় সচল ছিল, তা বহমান থাকলে শতবর্ষী এই প্রতিষ্ঠান হয়তো সত্যিকার অর্থেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে আজ বিবেচিত হতো। উন্নয়নের প্রবাহটি বেগবান হবে কি, উল্টো অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখী হয়েছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের নাগ-নিঃশ্বাস আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের আবাসনব্যবস্থাটিতে এক শ্রেণির ছাত্রনেতার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ থেকেও যেন নেই। সাম্প্রতিক সময়ে বড় ধরনের অস্ত্রবাজি না ঘটলেও সন্ত্রাসের চর্চা আছে, দুর্বৃত্তপনা আছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার ভার যাদের হাতে সেই প্রক্টর এবং প্রক্টরিয়াল টিমের সক্রিয়তা দৃশ্যমান নয়। বরং ওঠে কারো কারো বিরুদ্ধে অনৈতিকতার অভিযোগ। একের পর এক নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে অবকাঠামো সুবিধা না বাড়িয়েই। ডাকসু নির্বাচন হয় না বলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই। প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলোও অনেকটাই নিষ্প্রভ। দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের উচ্চশিক্ষা দানের দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানটির কাঁধে তার এত দুর্বলতা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক বৈকি।

হ্যাঁ, সুখবর কিছু আছে। একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অভিশাপ ছিল সেশনজট। অধিকাংশ বিভাগে সেমিস্টার পদ্ধতি প্রচলনের সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া ভর্তি কার্যক্রম ডিজিটাইজড করায় ভর্তীচ্ছুদের ভোগান্তি অনেক ঘুচেছে। বেশ কয়েকটি নতুন একাডেমিক ভবন ও আবাসিক হল নির্মাণ করা হয়েছে। এর পরও আমরা বলব, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠটির শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না। গবেষণাসহ নানা কাজে পিছিয়ে থাকায় এশিয়ার সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় স্থান জোটে না। তাই সরকারকে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিয়ে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদেরও দায়িত্ব পালন করতে হবে আন্তরিকভাবে। আর ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তিকারীদের প্রশ্রয় দিয়ে হলগুলোর শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ যে নষ্ট করা হচ্ছে এর দায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ক্ষমতাসীন দল—কেউ এড়াতে পারে না। চর দখলের মতো বিশ্ববিদ্যালয় ও হল দখলের এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরোতে হবে।